



## 26860 - রমযানরে ছুটে যাওয়া রোযার নয়িত সন্দহেরে দনি রোযা রাখা

### প্রশ্ন

আমি জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দহেরে দনি রোযা রাখতে নষিধে করছেন। রমযানরে রোযার দুইদনি আগে রোযা রাখতে নষিধে করছেন। কিন্তু, এই দনিগুলতোতে গত রমযানরে কাযা রোযা পালন করার আমার জন্য জায়যে হব?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ, গত রমযানরে কাযা রোযা সন্দহেরে দনি, রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগে পালন করা জায়যে আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সন্দহেরে দনি রোযা রাখতে নষিধে করছেন। তিনি রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগে থেকে রোযা রাখতেও নষিধে করছেন। কিন্তু, এ নষিধোজ্জ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্যে নয় যার রোযা রাখার বশিষে অভ্যাস রয়েছে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।” [সহি বুখারী (১৯১৪) ও সহি মুসলিম (১০৮২)] উদাহরণতঃ কারো যদি প্রতসিমেবার রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং শাবান মাসরে সর্বশেষে দনি সোমবারে পড়ে তার জন্য ঐ দনি নফল রোযা রাখা জায়যে হব; এ রোযা রাখতে তাকে নষিধে করা হব না।

যদি অভ্যাসগত নফল রোযা রাখা জায়যে হয় তাহলে রমযানরে কাযা রোযা রাখা জায়যে হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত। কারণ কাযা রোযা পালন করা ওয়াজবি। কেননা কাযা রোযা পালন পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়যে; এর বশে নিয়।

ইমাম নববী (রহঃ) 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৯৯) বলেন:

আমাদের মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: রমযান নয়িত সন্দহেপূরণ দনি রোযা রাখা সহি নয়-এতে কোন মতভেদে নই...। যদি কটে এ দনি কাযা রোযা রাখতে, মানতরে রোযা রাখতে, কথিবা কাফফারার রোযা রাখতে তাহলে সটে জায়যে হব। কেননা বশিষে কোন কারণে নফল রোযা রাখা যদি জায়যে হয় তাহলে ফরয রোযা রাখা জায়যে হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত; যে ওয়াক্তগুলতোতে নামায পড়া নষিধে করা হয়েছে সে ওয়াক্তগুলোর মত। আর যে ব্যক্তির উপর শুধু একদনিরে রোযার কাযা পালন করা বাকী তার উপর সদিনে রোযা রাখা অবধারতি। কারণ তার কাযা রোযা পালন করার সময়কাল সংকীরণ হয়ে গেছে।[সমাপ্ত]